ISSN 2349-8951

ঋত্বিক নাট্যপত্রিকা

নব পর্যায় | প্রথম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ ১৪৩০ • মে ২০২৩

সম্পাদক - প্রণব কুমার ভট্টাচার্য

ঋত্বিক নাট্যপত্রিকা

(নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ বিষয়ক ষাণ্মাসিক
Peer-Reviewed গবেষণাধর্মী পত্রিকা)

নবপর্যায়, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
(বৈশাখ ১৪৩০, মে ২০২৩)

সম্পাদক
প্রণব কুমার ভট্টাচার্য

সম্পাদনা সহযোগী
রতন নন্দী, প্রসেনজিৎ রায়, মানিক সরকার

সম্পাদকীয় দপ্তর
ঋত্বিক নাট্য সংস্থা

সূর্যনগর (মাতৃসদনের বিপরীতে), শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সূচক ঃ ৭৩৪০০৬

সূচি

কঙ্কাবতীদেবী ঃ পেশাদার থিয়েটারে প্রথম স্নাতক অভিনেত্রী	অপূর্ব দে	৯
লোকায়ত নাট্যভাষা ও বিজন ভট্টাচার্য	ফণিভূষণ মণ্ডল	১৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে প্রেমভাবনা	কৃষ্ণা ঝুল্কী	২৩
প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ: মমতাজউদ্দিন আহমদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা	অনুপম হাসান	২৯
গণনাট্য আন্দোলন ও বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'	অর্চনা দন্ডপাট	৩৯
রবীন্দ্রনাটকে 'পথ' ভাবনা	অরুণ সরকার	৫২
আর্য বনাম অনার্যের দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ দীনেশ রায়ের নাটক 'কাঁর'	সুধাংশুকুমার সরকার	৬৩
বাংলা নাট্যধারা : পেশাদারি থিয়েটারের প্রভাব	জয়দীপ ঘোষাল	৬৯
মঞ্চ নাটকে ময়মনসিংহ	ভাস্কর সেনগুপ্ত	৭৪
ব্রাত্য বসুর নাটকে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত (১৯৭০-২০১০)	মইজুল শেখ	৮৫
শিক্ষায় নাট্যশিল্পের বিবিধ উপকরণ সমূহের প্রয়োগ : একটি বিশ্লেষণী পর্যালোচনা	সুবর্ণা সেন	৯৩
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' নাটকে রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় চরিত্র : এক নিঃশেষিত শিল্পীসত্তা	মানিক সরকার	১০০
দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষিতে 'দেবীগর্জন'	সুদীপ্ত চৌধুরী	১০৬
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয়তাবোধ	কুশ কুমার সাহা	১১৮
বাংলা নাটকে দেশভাগ ও তার প্রভাব	বিভাস দত্ত	১২৪
বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ : দেহসর্বস্বতা থেকে শিল্পচেতনায় উন্নীত হওয়ার পথে চার নারী	পর্ণা বিশ্বাস	১৩৩
'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ'-সাংকেতিকতার নিরিখে একটি মূল্যায়ন	মহুয়া খাতুন	১৪২
'জল' : মুক্তধারার ভগীরথ মঘাই ডোম	সৌভিক পাঁজা	১৪৮
'গৈরিক পতাকা' নাটকে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম	সুরজিৎ দাস	১৫৪

দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষিতে 'দেবীগর্জন'

সুদীপ্ত চৌধুরী

১০ মে, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিলাইদহ থেকে লেখা এক পত্রে সদ্য জমিদারির কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত রবি ঠাকুর লিখেছিলেন-

> "...আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে-এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো-নিরুপায়-তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে, কোনোমতেই একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়।" [১]

অবশ্য শুধু এই একটি পত্রেই নয়, ছিন্নপত্রাবলীর অন্যান্য বেশ কিছু পত্র, সাধনা-ভারতী-সবুজপত্র পর্বে লিখিত 'শাস্তি', 'সমস্যাপূরণ', 'দুর্বুদ্ধি', 'উলুখড়ের বিপদ', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'হালদারগোষ্ঠী' প্রভৃতি গল্প, 'পঞ্চভূত', 'কালান্তর' প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ মিলিয়ে পড়লে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোত্তর উপনিবেশিত বাংলার কৃষকদের দিন-প্রতিদিনের হাজারো দুরবস্থা, লাঞ্ছনা হাহাকার, মৃত্যু-মিছিলের যেন এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিক রিপোর্টাজকেই ফুটে উঠতে দেখা যায়। আর এই সূত্রই আমাদের অনেকটা বুঝতে সাহায্য করে বাংলাসহ উপনিবেশিত গোটা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সময়ান্তরে ঘটে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহাসিক কারণগুলিকে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ঘটা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সন্ন্যাসী ফকিরদের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে দেখা দিয়েছিল কৃষক বিদ্রোহের। এরপর ১৭৮৪ সালে রাজমহল এলাকার সাঁওতাল আদিবাসী নেতা তিলকা মাঝির নেতৃত্বে শুরু হয় সশস্ত্র সংগ্রাম। প্রায় একই সময়ে বাঁকুড়া, ধলভুম মেদিনীপুরে সংঘটিত হয় চুয়ার বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের সময়কাল ছিল দীর্ঘ প্রায় ৩০টি বছর। পাশাপাশি ১৮৩১ সালের তিতুমীরের আন্দোলন, ১৮৫০ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৬০ সালের বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নীল বিদ্রোহ, এরপর ১৮৭৯ সাল থেকে শুরু হওয়া বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কের নেতৃত্বে গেরিলা কায়দায় কৃষক বিদ্রোহ, বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে উলগুলান, চম্পারন সত্যাগ্রহ, বরদলৈ কৃষক সত্যাগ্রহ, পঞ্জাবের কৃষক অভ্যুত্থান, পুনার কৃষক অভ্যুত্থান, গুজরাটের পারদি সত্যাগ্রহ, হায়দ্রাবাদের কৃষক বিদ্রোহ কাকদ্বীপ বিদ্রোহ মোপলা বিদ্রোহ পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান ইত্যাদি কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বাধীনতার পরেও ছবিটা খুব একটা বদলায়নি। আর তাই আমরা খোঁজ পাই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই অন্তত তিনটে প্রধান কৃষক বিদ্রোহের